সংবাদ

তারিখ ... 16 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ...

ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস বন্ধ করুন পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন

ছাত্রলীগ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে, ছাত্রলীগ তার প্রতিপক্ষ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে এবং একইভাবে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির এবং ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র আক্রমণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অব্যাহত রেখেছে সেটা একটা সভ্য দেশে চলতে পারে না। এই পরিস্থিতি শুধু যে শিক্ষাঙ্গনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলাকেও এটি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই সশস্ত্র আক্রমণের সর্বশেষ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গত সোমবার রাতে। পুলিশ অবশ্য একটা ভাল কাজ করেছে ইনস্টিটিউট এবং এর আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে ১২ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার ও ৪৫টি দেশী অস্ত্র উদ্ধার করে। আমাদের এদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা রেওয়াজ হচ্ছে এই যে, কোথাও সংঘর্ষ হলে পুলিশ সেখানে যাবে সরকারের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িত হলে নিষ্ক্রিয় থাকবে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবে। সংঘর্ষে সরকারবিরোধীরা জড়িত থাকলে পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সংঘর্ষ বন্ধ করবে এবং কিছু ধরপাকড় করবে অকুস্থল থেকে। এই রেওয়াজটি বন্ধ হওয়া উচিত। পুলিশের উচিত হলো 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর'-এর নীতি অনুসরণ করা। কোথায় প্রতিরোধ করতে হবে তার মেকানিজম তো পুলিশের জানা আছে। এটা হলে নিরাময়ের দীর্ঘসূত্রী পথে পা রাখতে হয় না।

আমরা সোমবারের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারের কাজটিকে সমর্থন করছি। এখন আদালতের কাজ হবে এদের বিচার করা। কিন্তু একই সঙ্গে ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাস-সংঘর্ষগুলোকেও দ্রুত আমলে নেয়া দরকার। এই দুটো ছাত্র সংগঠনও রাজশাহী-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে বা সন্ত্রাস করছে। তবে বিশেষভাবে ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে এবং একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে সশস্ত্র শোডাউন করতে শুরু করেছে তাকে এক্ষুনি কঠোর হাতে দমন করা দরকার। পাশাপাশি অন্যান্য ছাত্র সংগঠন, বিশেষ করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তা না হলে দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাবে এবং দেশ একটি অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে যাবে। তবে সরকার যদি ক্যাম্পাস-সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হয় তবে আগে কঠোর হাতে দমন করতে হবে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসকে। ছাত্রলীগ বর্তমানে একই সঙ্গে যে চাঁদাবাজি এবং দখলদারির নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে তাকেও দমন করতে হবে। দিনবদল যদি প্রকৃতই মহাজোট সরকার করতে চায় তাহলে ছাত্রলীগের বর্তমান আক্রমণ থেকে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে রক্ষা করতে হবে। সোমবার ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষের পর তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রের যে ছবি পত্রিকাগুলো ছেপেছে সেই ছবিটাই বুকের রক্ত হিম করে দিতে পারে। আমরা দিনবদলের পালায় ছাত্রলীগ, ছাত্রদল কিংবা ছাত্রশিবিরের অস্ত্র প্রদর্শনী কিংবা তাদের মহড়া আর দেখতে চাই না। ইতোপূর্বে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার অভিভাবকত্ব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই প্রত্যাহারটি তো বাতিল হয়নি। যদি তাই হয় তাহলে সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন দলের ভেতরে কাদের খুঁটির জোরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এভাবে নাচতে পারছে সেটা পুলিশকেই বের করতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদেশে বারবার গণতন্ত্র ও এর চর্চা ব্যাহত হচ্ছে, ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর একটি কারণ হলো সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসজনিত কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত ইতিবাচক নিশ্চয়তা না থাকলে গণতন্ত্র যেমন এগোয় না, তেমনি অর্থনীতি ও উন্নয়নও এগোতে পারে না। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল কিংবা ছাত্রশিবির যেই হোক না কেন, তাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং দখলের নেশার মূলোৎপাটন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। আমরা আশা করি পুলিশ দেশ ও জাতির প্রতি প্রতিশ্রুত হয়ে সাহসের সঙ্গে এই কাজটি করবে এবং সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রভাবশালীরা পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেবে না।